বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৩৯-২৫১
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ*

মূল শব্দ *'তলাবিহীন ঝুড়ি' এমডিজি, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য, এসডিজি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, উপবৃত্তি ডাইনামিক ওয়েবসাইট*

ভূমিকা

বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু মুক্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে সমার্থ। তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার। এই বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি নিজে দেখেছেন এবং মুক্তিকামী জনগণকে দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মানেই একটি দর্শন , একটি চেতনা। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও আমরা এগিয়ে চলেছি একটি শোষিত-বঞ্চিত জাতির সার্বিক মুক্তির দিকে। বঙ্গবন্ধু হলেন বিশ্বাস, ধ্যান ও জ্ঞানে মুক্তিকামী জনতার মূলমন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নপূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে জাতিকে উপহার দিলেন 'ভিশন-২০২১'। ভিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে দৃষ্টি বা দেখা। আর ভিশন-২০২১ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে একটি উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং দিনবদলের পালা। অর্থাৎ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণতসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা। মধ্যম আয়ের দেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। আর সেই লক্ষ্যে এই ভিশন বা রূপকল্পের ধারণা এসেছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে। বিতর্কিত ওয়ান-ইলেভেনের সময় জেলখানায় বন্দী অবস্থায় তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন বাংলাদেশকে নিয়ে। (১৩ জুলাই ২০১৫, দৈনিক ইত্তেফাক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী)। তিনি বলেন, "কারাগারে থেকেও আমি

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি বিএল কলেজ, খুলনা; প্রেষণে বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর। ফোন: ০১৭১৫০৫২৬৭৭, ই-মেইল: sahmmad1970@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক দিনাজপুর আঞ্চলিক সেমিনার-২০১৯-এ পঠিত, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯

সময় নষ্ট করিনি। বাংলাদেশকে নিয়ে ভেবেছি। প্রতিদিন লেখালেখি করতাম। সঙ্গে করে একটি খাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। কয়েক দিনের মধ্যে তা লেখায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এরপর আরও একটি খাতা আনিয়ে নিয়েছিলাম। আমার লেখার বিষয়বস্তু ছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নিয়ে। তিনি বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশের শিক্ষার হার কত হবে? খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে আমাদের কী করণীয়? মৌলিক চাহিদা পূরণে আমাদের সরকার কী করতে পারে ইত্যাদি।"

মধ্যম আয়ের দেশের পথরেখা

বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশেষ করে সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। একসময়ের 'তলাবিহীন ঝুড়ি', বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশের পথে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চায়। আর সে লক্ষ্যে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে US$ ২০০০ এবং প্রবৃদ্ধির হার হবে ১০ শতাংশ।

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে সরকার। আর এ লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বব্যাংক । বিশ্বব্যাংকের এ মূল্যায়ন সরকারের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের মতে মধ্যম আয়ের দেশের সংজ্ঞা

মধ্যম আয়ের দেশ—এই শ্রেণীকরণটি মূলত বিশ্বব্যাংকের। কোন দেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে, সেটি নির্ধারণ করতেই তারা দেশগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে। মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিএনআই) মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেশের বিভাজন:

নিম্ন আয়ের দেশ – কমপক্ষে US$ ১০৪৫
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ - US$ ১০৪৬ থেকে US$ ৪১২৫
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ - US$ ৪১২৬ থেকে US$ ১২৭৪৫
উচ্চ আয়ের দেশ - US$ ১২৭৪৬ ডলারের বেশি।

প্রতিবছরের ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক এই শ্রেণীকরণের তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাংকের এই শ্রেণীকরণের আলোকে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। কারণ, বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় US$ ১৪৬৬।

অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ রূপকল্প-২০২১

প্রথাগত সংস্কার এবং সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প নিয়ে বর্তমান সরকার এগুতে চায়। ২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আর ২০২০ সাল বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। তারও আগে ২০১৫ সালে অতিক্রান্ত হয়েছে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) অর্জনের সময়সীমা। আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-

দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারীমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবিলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে। (মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, জাতীয় সংসদ, বাজেট ২০০৯-২০১০)

আমাদের রূপকল্প অর্জনের অভিযাত্রায় আমরা সামষ্টিক পর্যায়ে ২০২১ সাল নাগাদ যে মাইলফলকগুলো অর্জন করতে বদ্ধপরিকর তা হলো জাতীয় প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা ধরে রাখা, জাতীয় আয়ে শিল্পের বর্তমান ২৮ শতাংশ হিস্যাকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা, গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোটায় উন্নীত করা, মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে এবং শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৫-তে কমিয়ে আনা। আমাদের লক্ষ্য হলো বেকারত্বের হারকে ১৫ শতাংশে নামানো এবং দুর্ভাগা মানুষ যাঁরা দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে তাঁদের হারকে ১৫ শতাংশে অবনমিত করা।

রূপকল্প ২০৪১

রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য তৈরি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করেন। রূপকল্প ২০৪১ এর স্লোগান-শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। রূপকল্প ২০৪১ এর মুখবন্ধে বলা আছে- 'আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরু হয়েছে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঐতিহাসিক কালপর্ব'। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র। রূপকল্প ২০৪১ এ ২৬টি লক্ষ্যের কথা বলা আছে। ইশতেহারের লক্ষ্য ও ঘোষণা অংশে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ, উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথরচনা

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি নির্বাচিত সরকার পূর্ণমেয়াদে দায়িত্ব পালন শেষে আবারো পূর্ণ মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছে। জনগণের এ রায় সরকারের ওপর তাঁদের বিপুল আস্থারই এক অনন্য নজির। ২য় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে সরকার জনগণের স্বপ্নের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ এবং মাথাপিছু আয়ের ধারাবাহিক উত্তরণ ঘটিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশের কাতারে সামিল হওয়া সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন

আনন্দের বিষয় হলো, এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছে। বিশেষ করে দারিদ্র্য হার ও এর ব্যবধান হ্রাস, অপুষ্ট শিশুদের আধিক্য কমানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, এইচআইভি, যক্ষ্মাসহ বিভন্ন রোগ-ব্যাধি দমন ইত্যাদি পুরোপুরিই বর্তমান সরকারের অর্জন। অন্য দিকে, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি , শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুহার হ্রাস, টিকা দান কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি ও সংক্রামক ব্যাধি হ্রাসের ক্ষেত্রে হয়েছে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) পদার্পণ

এমডিজি'র ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর (২০১৬) মাসে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ১৯৩টি সদস্য দেশ ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুমোদন করেছে, যাতে ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্য (goals) এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (targets) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব অভিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলই প্রথম ১১টি অভিষ্ট লক্ষ্যের ধারণা দেয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেখান থেকেই ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্যের উদ্ভব হয়। বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসডিজির এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সামাজিক খাত তথা সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধ ও গর্বের প্রতীক। উজ্জীবিত বক্তা , স্বপ্নদ্রষ্টা ও এমন এক প্রাণের নেতা যাঁর ছিল অনন্য ক্যারিশমা। তাঁর মৃত্যুর চার দশক পর বাংলাদেশ আজ অদম্য । তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে বাংলাদেশে। এই দেশটার সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশ্বকেই চমকে দিয়েছে। আর্থসামাজিক সূচকগুলোয় প্রমাণ দেয় বাংলাদেশ আজ এই উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লাখো শহীদের স্বপ্নের প্রতিও দেশ আজ সুবিচার করে চলেছে। একসময় যারা হতাশ হয়ে দেশটির স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্র হওয়াকে হঠকারী সিদ্ধান্ত মনে করেছেন , যারা আশঙ্কা করেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া, হেরে যাওয়া অকার্যকার রাষ্ট্রের তালিকায় শামিল হবে- সেই সব অপবাদ দূর করে আমাদের প্রিয় দেশটি এ সমস্ত মিথ ও ভ্রান্ত পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে অভাবনীয়ভাবে ধ্বংসাবশেষ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো উঠে এসেছে। যারা সেসময়ে হতাশা ছড়িয়েছিলেন, তারাই এখন বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। বাংলাদেশ এখন টেকসই প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেছে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী নীতিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। বিশ্বে নানা প্রান্ত থেকে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কৃত হয়েছেন।

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশনব্যবস্থাসহ সামাজিক সূচকসমূহে হয়েছে ব্যাপক উন্নয়ন।
- ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। এর সুফল হলো শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হারে ব্যাপক হ্রাস এবং শিশু জন্মে প্রশিক্ষিত ধাত্রী বা নার্সের উপস্থিতি।
- বর্তমানে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার প্রতিহাজারে যথাক্রমে ১.৭ ও ৩৩ জনে নেমে এসেছে।
- গড় আয়ু ৭০.৭ বছর।
- দারিদ্র্য হার কমেছে ৪০.০ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশে।
- অতিদরিদ্র কমেছে ২৪.২ শতাংশ থেকে ১২.০৪ শতাংশে।
- বেড়েছে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক গতিশীলতা।
- এপ্রিল, ২০১৬ এর শেষে দেশে মোবাইল ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১৩ কোটি ২০ লক্ষ ও ৬ কোট ২০ লক্ষ্যে উন্নীত হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১-এ শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমান সরকার ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ কে সামনে রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য 'শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার' বিবেচনায় নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে এসকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ও জাতীয় সংসদে পাসকৃত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিমধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তাবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবে এবং আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির মূল দর্শন

এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্ব দানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিক্যুলাম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে এবং উক্ত নতুন বইসমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

সৃজনশীল ও শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখস্থ শিক্ষা তথা সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। আর সে লক্ষ্যে সকল শিক্ষকদের সৃজনশীল ও শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের অংশ হিসেবে প্রথমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদানকারী ২০১৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে। এই মাস্টার ট্রেইনারগণ দেশব্যাপী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদানকারী ৭০ হাজার শিক্ষককে সরাসরি শিক্ষাক্রম বিস্তরণবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে।২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি বর্তমান সরকার শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৬ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন। বিশ্বের কোনো দেশে এত বই বিনামূল্যে বিতরণের কোনো রেকর্ড নেই।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তিপ্রদান

বর্তমানে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৫ম ও ৮ম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩২ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তির সংখ্যা উন্নীত করে প্রায় ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৪৯.৫ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১ হাজার কোটি টাকা সিড মানি প্রদান করেছে। এই ১ হাজার কোটি টাকার সিড মানির বিপরীতে অর্জিত ৭৫ কোটি টাকা মুনাফা হতে স্নাতক ও সমপর্যায়ের মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। তা ছাড়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইমেইলের মাধ্যমেও এ ফল অতিদ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে।

- ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

- সারা দেশে 'আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮ হাজার ৫০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট, মোডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট ডাইনামিক করা হয়েছে।প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তকের ইবুক ভার্সন উন্নয়ন করতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে যে-কেউ দুই সময়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচার

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রমের অংশবিশেষ হিসেবে সরকার ১৪ জুন ২০১১ থেকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্রেণি পাঠদান সপ্তাহে তিন দিন সকাল ০৯:১০ মিনিট থেকে ১০:০০ পর্যন্ত বিটিভির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন

আমাদের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। জনমিতিক লভ্যাংশের এই সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এ লক্ষ্যে সরকার–

- ১০০টি উপজেলায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করবে।
- প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪ বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সকল বিভাগে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করবে সরকার।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা-২০১২' নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ঢাকা মহানগরী থেকে ১২ জন করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় ৭ হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ সালের দেশের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২ জন মেধাবীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

জেন্ডার সমতা

শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে এখন রোল মডেল। শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অনুপাত ৫৩:৪৭। অর্থাৎ ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ৪৭ জন এবং ছেলে শিক্ষার্থী ৫৩ জন।

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

- প্রাথমিক পর্যায়ে– ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয় সরকারীকরণ।
- ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৭৬ শিক্ষককে আত্মীকরণ করা হয়েছে।
- ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা।
- শতভাগ ভর্তির সুফল ধরে রাখতে শিশুর জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্কুল ফিডিং নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মানসম্পন্ন শিক্ষার সম্প্রসারণ

- সরকারের উদ্ভাবিত সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ব্যবহার।
- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ।
- উপবৃত্তি প্রদান- ৬ষ্ট শ্রেণি হতে স্নাতক পর্যন্ত ৩৮ লক্ষ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ ছাত্রী।

  ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ

১৫-৪৫ বছর বয়সে নিরক্ষর জনগণকে স্বাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে একটি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সরকার অটিস্টিক অ্যাকাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কোচিংবাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন

তথাকথিত শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ইভ টিজিং প্রতিরোধ

ইভ টিজিং বা ছাত্রীদের উত্যক্ত করা প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকা শহরে সর্বস্তরের ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সারা দেশে র‍্যালি,

কর্মশালা এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততায় কমিটি গঠনের মাধ্যমে ইভ টিজিং উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে এবং দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ২৯৮৮ জন সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি মাধমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৯৭৩২টি সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপকের পদ ১৩৮টি পদ, সহযোগী অধ্যাপকের পদ ২৪৪টি, সহকারী অধ্যাপকের পদ ৪২৪টি এবং প্রভাষকের পদ ৬৫৮টি এবং অন্যান্য ১৮৬টি পদসহ মোট ১৬৫০টি পদ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়।

রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে শিক্ষাক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের জাতীয় বাজেটে জিডিপিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ

বর্তমানে আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয় জিডিপির মাত্র ২ শতাংশেরও কম। এটাই আমাদের শিক্ষাখাতে বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহে শিক্ষাখাতে ডাবল-ডিজিট ব্যয় করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক এখনও অসৃজনশীল

আমরা সবেমাত্র ২০১০ সালে সনাতন মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছি। সবার শিক্ষককে সৃজনশীল হতে হবে, তারপর হতে হবে বাবা-মাকে। তাহলেই আমাদের তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরাও সৃজনশীল, মননশীল ও ইতিবাচক হবে।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও কুসংস্কারমুক্ত হয়নি, এখনও রয়েছে না বুঝে মুখস্থ করা, শিক্ষার মূল লক্ষ্য মনকে বিকশিত করা তথা দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন করা । এ লক্ষ্যে এখনও আমরা পৌঁছতে পারিনি।

দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের অভাব

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে শিক্ষককে হতে হবে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ শিক্ষক। তাঁকে হতে হবে রোলমডেল ও নিবেদিতপ্রাণ। এটাই আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা

শিক্ষক হবে সমাজের ও দেশের রোলমডেল অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে মর্যাদা দিতে হবে। আর্থিক প্রণোদনাসহ দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষককে এখন পর্যন্ত আমরা সামাজিকভাবে মর্যাদা দিতে পারিনি। এটাই আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রণোদনা ও গবেষণা

শিক্ষকের কাজ জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ। এজন্য তাঁর নেশা ও পেশা হবে শিক্ষাদান ও গবেষণা। তিনি সারাজীবন ধরে শিখবেন, শেখাবেন এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবেন। যেসব শিক্ষকের উচ্চতর ডিগ্রি তথা এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রি থাকবে, গবেষণা থাকবে, প্রকাশনা থাকবে, তাদের আর্থিক প্রণোদনাসহ প্রদোন্নতির ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত আমরা এটা করতে পারিনি।

স্কুল-কলেজ সরকারীকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ

সরকার শিক্ষাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স্কুল-কলেজ সরকারীকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ করে থাকেন। একটি দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি চমৎকার উদ্যোগ। তবে এক্ষেত্রে সরকার নতুন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করলে ভালো হয়। তা না হলে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের সাথে নতুন যারা আত্মীকৃত হন তাদের সাথে সমস্যা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করে সরকারীকরণ/জাতীয়করণ/আত্মীকরণ করা প্রয়োজন। শিক্ষায় মেধাবীকে আকৃষ্ট করতে হলে প্রত্যেকের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সেক্ষেত্রে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ

- আনন্দের সাথে শিক্ষাদানের অভাব।
- সনাতন মূল্যায়ন পদ্ধতি।
- সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতি।
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ঝরেপড়া সমস্যা।
- আলাদা বেতন-কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার অভাব।
- মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষকের অভাব।
- শিক্ষার্থীদের তথাকথিত নোটবই, প্রাইভেট টিউশনি প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত আপদ।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠদানের অভাব
- শিক্ষককেন্দ্রিক সনাতন পাঠদান এখনো অব্যাহত।
- দলীয় অংশগ্রহণ, পারস্পরিক শেয়ারিং, ক্লাসে দলীয় কাজ, সেই কাজে একজন দলীয় নেতা নির্বাচন এবং তার নেতৃত্বে দলীয় কাজ সম্পাদন ইত্যাদির অনুপস্থিতি।
- ক্লাসে দলীয় কাজের অভাবে শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি বিকশিত হচ্ছে না।
- কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।
- সুপারভিশন, মনিটরিং, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব
- শিক্ষার তিনটি ধারা এখনও অব্যাহত।

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় জেন্ডার অসমতা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত আশানুরূপ নয়।
- শিক্ষার পরিমাণগত বৃদ্ধি।
- শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে গবেষণার অভাব।
- অবকাঠামোর অভাব।
- সাধারণ শিক্ষার আধিক্য বেশি।
- কারিগরি শিক্ষা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সুপারিশসমূহ

- আমাদের জাতীয় বাজেটে জিডিপিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ হতে হবে ডাবল ডিজিট তথা অন্তত পক্ষে ১০ থেকে ১২ শতাংশ।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবককে সৃজনশীল হতে হবে। রূপকল্প ২০২১ এ উল্লেখ আছে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে উদ্ভাবনশীল ও সৃজনশীল বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হবে।
- দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন তথা শিক্ষার্থীর জ্ঞান দক্ষতা, কর্মদক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বাড়াতে হবে। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে।
- দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ মেধাবী শিক্ষকের নিয়োগ বাড়াতে হবে। সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের মডেল অনুসরণ করতে হবে। সিঙ্গাপুর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সিঙ্গাপুর প্রাথমিক শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সারা পৃথিবীতে রোলমডেল। পৃথিবী বিখ্যাত হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবী গ্রাজুয়েট এনে সিঙ্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে।
- প্রণোদনা ও গবেষণা বাড়াতে হবে শিক্ষাখাতে। যেসব শিক্ষকের উচ্চতর ডিগ্রি তথা এমফিল-পিএইচডি ডিগ্রি থাকবে, গবেষণা থাকবে, প্রকাশনা থাকবে, তাদেরকে আর্থিক প্রণোদনাসহ পদোন্নতির ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনে সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল, সাহসী, উদ্ভাবনশীল ও রোল মডেল ব্যক্তিত্বকে নিয়োগ দিতে হবে।
- নতুন স্কুল-কলেজ সরাসরিভাবে সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে প্রয়োজনে শিক্ষাকে সবার মাঝে কমমূল্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জাতীয়করণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আলাদা নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।
- পরীক্ষা ও মূল্যায়নে ব্যাপক বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার জরুরি। বছরে একটি পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন–এটি কখনো বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। উন্নত দেশগুলোতে

ক্লাসে শ্রেণিশিক্ষক সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে গ্রেড প্রদান করে। একে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলে।

- শ্রেণিকক্ষে দলীয় অংশগ্রহণ, দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ, ক্লাসে ব্যক্তিগত উপস্থাপনা, দলীয় উপস্থাপনা, পারস্পরিক শেয়ারিং, ক্লাসে দলীয় কাজ, সেই কাজে একজন দলীয় নেতা নির্বাচন, তার নেতৃত্বে দলীয় কাজ সম্পাদন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা গেলে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রতি ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি বিকশিত করা যাবে। এর ফলে আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন দেখছি—ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে সহজ হবে।

উপসংহার

শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার, তেমনি অন্যদিকে তা এক সামাজিক পুঁজি। মানুষের চয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। এ মানব পুঁজির যথাযথ বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্তি দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গতি সঞ্চারিত হয়ে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

তথ্যপঞ্জি

১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০

২. রূপকল্প - ২০২১

৩. রূপকল্প- ২০৪১

৪. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা - ২০১০-২০২১

৫. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১১-২০১৫

৬. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ২০১৬-২০২০

৭. মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সকল বাজেট বক্তৃতা, জাতীয় সংসদ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৬-১৭)

৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬

৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই, ২০১৫, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা।

১০. রহমান, আতিউর। "বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অর্থনৈতিক মুক্তি", সচিত্র বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০১৬।

১১. https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_2021

১২. http://print.thefinancialexpress-bd.com/2014/02/06/17446

১৩. http://archive.dhakatribune.com/politics/2013/dec/28/vision-2021-extended-2041

১৪. http://www.newstoday.com.bd/?option=details&news_id=2369338&date=2014-02-১৫.http://www.thedailystar.net/problems-with-our-education-sector-23954

১৬. http://rih.stanford.edu/rosenfield/resources/Primary%20Education% 20in%20 Bangladesh.pdf